পাক্ষিক

আহ্‌মদী

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

- হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা

১৭ই ভাদ্র ১৩৮৯ বাংলা ॥ ৩১শে আগষ্ট ১৯৮২ ইং ॥ ১১ই যিল-কদ ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩১শে অগাষ্ট ১৯৮২

৩৬শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা নিসা (৬ষ্ঠ পারা, ২২শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'খালেস নিয়ৎ'	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : বয়েতের তাৎপর্য	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* 'মানোপযোগী আর্থিক কুরবানীর তাকিদ'	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৪
* 'স্পেন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভবিষৎ বাণী'	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৯
* মসজিদ-এ-বাশারত'-এর উদ্বোধন	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১
* নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও পশ্চিম জার্মানীর সফর সুসম্পন্ন	সংকলন : মৌঃ আহমক সাদেক মাহমুদ	২৪
* কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সমবেদনা প্রস্তাব	কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া (যাবওয়া) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫

সন্তান তওয়াল্লদ

১। বিগত ২৭শে আগষ্ট ১৯৮২ইং শুক্রবার পূর্বাহ্নে মেজর আকরাম আহমদ খান চৌধুরীকে আল্লাহ্‌তায়ালা এক কন্যা সন্তান দান করিয়াছেন, নবজাতক জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেবের নাতনী এবং জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেবের দৌহিত্রী। সকল ভ্রাতা ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহাকে নেক ও দীর্ঘজীবি করেন এবং মাতাপিতার চোখের স্নিগ্ধতার কারণ করেন। আমীন।

২। ২৫শে আগষ্ট ৮২ইং রোজ বুধবার সকাল ৮ঘটিকায় জনাব তসলিম আহমদকে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথম পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। নবজাতক হইল ক্রোড়া নিবাসী মোতাহার মিঞা সাহেবের প্রথম পৌত্র এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেবের দৌহিত্র। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাল্লহতায়ালা যেন নবজাতকে দীর্ঘজীবি ও খাদেমে-দ্বীন করেন। আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৬শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র ১৩৮৯ বাংলা : ৩১শে অগাষ্ট ১৯৮২ইং : ৩১শে জুহুর ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **২২শ রুকু**

১৫৪। আহলে কিতাব তোমার নিকট চাহিতেছে যে, তুমি তাহাদের উপর আসমান হইতে এক কিতাব নাযেল কর, (ইহাতে আশ্চর্য হইওনা) তাহারা মুসার নিকট ইহা অপেক্ষা গুরুতর দাবী করিয়াছিল যথা তাহারা বলিয়াছিল, তুমি আমাদিগকে বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্কে দেখাও তখন তাহাদের যুলুমের কারণে তাহাদের উপর বজ্রপাত হইয়াছিল, অতঃপর তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা গোবৎসকে (মা'বুদরূপে) গ্রহণ করিয়াছিল, পুনঃরায় আমরা ইহাও (অর্থাৎ অপরাধও) ক্ষমা করিয়াছিলাম এবং আমরা মুসাকে প্রকাশ্য প্রাধান্য দিয়াছিলাম।

১৫৫। এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইবার সময় "তুর পর্বতকে তাহাদের উর্দ্ধে সমুন্নত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সহিত এই ফটকে প্রবেশ কর, এবং তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম, তোমরা সাব্বাতের নিয়ম লংঘন করিওনা ; এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম।

১৫৬। অতঃপর তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অস্বীকার ও অন্যায়ভাবে নবীদিগকে হত্যা করিবার প্রয়াস এবং তাহাদের ইহা বলিবার কারণ যে, আমাদের হৃদয়গুলি পর্দায় ঢাকা আছে ; পর্দায় ঢাকা নহে বরং আল্লাহ্ তাহাদের কুফরের কারণে তাহাদের হৃদয়গুলির উপর মোহার করিয়া দিয়াছেন, এই জন্য তাহারা মোটেই ঈমান আনে না।

১৫৭। এবং তাহাদের কুফরের কারণেও মরিয়মের প্রতি তাহাদের ভীষণ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবার কারণে,

১৫৮। এবং তাহাদের ইহা বলিবার কারণে যে, আমরা আল্লাহর রসুল মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে নিশ্চয় হত্যা করিয়াছি, (তাহাদিগকে উপরোক্ত শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল) প্রকৃতপক্ষে তাহারা হত্যাও করে নাই এবং ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ বধ করে নাই, বরং তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাকে (ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মৃতের) সদৃশ করা হইয়াছিল, এবং যাহারা তাহার (অর্থাৎ ক্রুশ হইতে ঈসাকে জীবিত নামানোর ব্যাপারে) ঘোর সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে, এই বিষয়ে তাহাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করিতেছে (বস্তুতঃ তাহারা এই ঘটপর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই) বস্তুতঃ তাহারা তাহাকে নিশ্চয় হত্যা করে নাই,

১৫৯। বরং (প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে) আল্লাহ তাহাকে নিজের দিকে উর্ধগতি দিয়াছেন, (এবং তিনি ক্রুশে নিহিত হন নাই) বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৬০। আহলে কিতাব হইতে এমন কেহ নাই, বরং প্রত্যেকেই নিজ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইহার (অর্থাৎ ক্রুশে ঈসার মৃত্যুর) উপর ঈমান রাখিবে, এবং সে (অর্থাৎ ঈসা) কিয়ামত দিবসে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।

১৬১। সুতরাং ইহুদীদের (উক্ত) জুলুমের কারণে (যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল) সেই পবিত্র বস্তু সমূহ যাহা তাহাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হইয়াছিল আমরা তাহাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছি এবং অনেক লোককে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেওয়ার কারণেও (তাহাদের এই শাস্তি হইয়াছিল)।

১৬২। এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্যও, অথচ ইহা হইতে (পূর্বে) তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকদের মাল সমূহ খাওয়ার কারণে (তাহাদের এই শাস্তি) হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাফেরদের জন্য আমরা যন্ত্রনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১৬৩। কিন্তু (তাহাদের) মধ্য হইতে যাহারা জ্ঞানে পাকা এবং মোমেন (মুসলিম) গণ যাহারা তোমাদের প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা কিছু তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, ঐ সকল লোকের উপর ঈমান আনে এবং যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, এইসব লোকদিগকে আমরা নিশ্চয় পুরস্কার দিব।

{ তফসীরে সগীর হইতে ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ }

অমৃত বাণী (৪-এর পাতার পর)

সৃষ্টি করিলেন, তাহার বিষয়ে কি এই ধারণা করা যাইতে পারে যে, তৌবা ও কর্ম তিনি কবুল করেন না ?!" (ক্রমশঃ)

(মলফুজাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩)

অনুবাদঃ **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

সদর মুরুব্বী

হাদিস শরীফ

খালেস নিয়ৎ

(১)

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : সব আমল—ধর্ম-কর্ম নির্ভর করে 'নিয়ৎ' তথা সংকল্পের উপর এবং প্রত্যেক মানুষ তাহার নিয়ৎ অনুযায়ীই ফল পায়। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর জন্য হিজরত করে (এবং তাঁহাদের সন্তুষ্টি লাভার্থে আবাসস্থল ও ইচ্ছা-আকাঙ্খা ত্যাগ করে) তাহার হিজরত আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) জন্যই হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিলের জন্য পার্থিব উদ্দেশ্যে বা কোন স্ত্রী গ্রহণের জন্য হিজরত করে, তাহার হিজরতের উদ্দেশ্য খোদাতায়ালার নিকটেও তাহাই বিবেচিত হইবে এবং সে কোনো সওয়াব পাইবে না।" (বোখারী)

(২)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ফরমাইলেন : "আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের দেহ দর্শন করেন না, তোমাদের চেহারাও দেখেন না যে, সুশ্রী কি বিশ্রী। বরং তিনি তোমাদের দিল্ দেখেন যে, তাহাতে কতখানি আন্তরিকতা (ইখলাস) ও বিশুদ্ধ নিয়ৎ আছে।"

(৩)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার পরওয়াদিগার (পালন কর্তা) প্রভুর এই কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা নেকী-বদী, পাপ-পুণ্য দুই-ই লিখিয়াছেন এবং দুইটিকেই স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর, যে ব্যক্তি পুণ্যের সংকল্প করে, কিন্তু তাহা করিতে না পারে, সে সম্পূর্ণ এক সৎকর্মের ('নেক কাজের') সওয়াব পায় এবং যদি সে নিয়ৎ করিবার পর সেই পূণ্য কার্য করিয়া নেয়, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা দশ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত, বরং তাহা হইতেও অধিক 'নেকী' তাহার হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় অভিপ্রায় করে, কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকে, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার দরবারে তাহার একটি পুরা নেকী' বা সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য, যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া কোন অন্যায় বা অপকর্ম করে, তবে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট একটি 'বদী' বা কুকর্ম বলিয়াই ধরা হয়।"

{ হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত }

অনুবাদ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

বয়েতের তাৎপর্য

"বয়েতের কি ফায়দা এবং কেন ইহার আবশ্যকতা রহিয়াছে—এসম্বন্ধে জানা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের উপকারিতা ও মূল্য জানা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহার মর্যাদা বা সমাদর মানুষের চোখে আসন গাড়িতে পারে না। যেমন, গৃহে মানুষের বহু প্রকারের মাল ও আসবাব-পত্র থাকে—যেমন টাকা-পয়সা, পাই-কড়ি, কাঠ-খড়ি ইত্যাদি। সুতরাং যে জিনিস যে প্রকার বা পর্যায়ের হইয়া থাকে সেই প্রকার ও পর্যায়েই উহার হেফাজত করা হইবে। একটি পাই-কড়ির হেফাজতের জন্য কেহ সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না যাহা পয়সা ও টাকার জন্য করিবে, এবং কাঠ-খড়ি তো এমনি এক কোণে ফেলিয়া রাখিবে। তেমনিধারায়, যে জিনিস নষ্ট হওয়াতে তাহার বেশী ক্ষতি হইতে পারে, উহার বেশী হেফাজত করিবে। তেমনি, বয়েতের ব্যাপারে মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হইল তৌবা, যাহার অর্থ রুজু বা প্রত্যাবর্তন। সুতরাং ইহা বলিতে এই অবস্থাকে বুঝায় যে মানুষ তাহার যে সকল পাপে অধিকভাবে জড়াইয়া পড়ে, যেগুলিকে সে তাহার 'ওয়াতান' বা আবাসভূমি স্বরূপ নির্দিষ্ট করিয়া ফেলে যেন সে পাপের মধ্যেই বসবাস স্থাপন করিয়া লইয়াছে। তৌবার অর্থ হইল—সেই ওয়াতান (বং পাপ)-কে পরিত্যাগ করা। এবং রুজুর অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা। এক্ষণে, ওয়াতান পরিত্যাগ করা বড়ই দুরুহ ও কষ্টদায়ক হইয়া থাকে এবং শত প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। একটি গৃহ যখন মানুষ ছাড়িয়া যায়, তখন কতই না তাহার দুঃখ হয়! আর নিজ ওয়াতান ছাড়িয়া যাওয়াতে তো তাহাকে সকল বন্ধু বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয় এবং সমস্ত জিনিস-পত্র, যেমন—খাট-পালং, বিছানা-পত্র, প্রতিবেশী, গলি-গলি, হাট-বাজার সবকিছুই সে ছাড়িয়া যায়। এক নুতন দেশে তাহাকে যাইতে হয়। অর্থাৎ সেই পুরাতন আবাসভূমিতে সে আর কখনও ফিরিয়া আসে না। ইহার নাম হইল তৌবা। পাপ ও অবাধ্যতার সহচরই এক জাতীয় লোক; এবং পুণ্য ও তাকওয়ার সহচরগণই আর এক শ্রেণীর লোক হইয়া থাকেন। এবম্বিধ পরিবর্তনকে সুফীগণ 'মৃত্যু' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। যে তৌবা করে, তাহাকে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এবং সত্যকার তৌবা করার সময়ে বড় বড় সংকট সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। তবে, আল্লাহ্‌তায়ালা হইলেন রহীম, করীম (পরম দয়ালু, মহা দানশীল)। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সকল কিছুর উত্তম বিনিময় দান না করেন, তাহাকে মরিতে দেন না। ان الله يحب التوابين (—'আল্লাহ তৌবাকারীদিগকে ভালবাসেন') —আয়াতে ইশারা ইহাই যে যেহেতু তৌবা করিয়া মানুষ গরীব ও অসহায় হইয়া পড়ে, সেইহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে ভালবাসেন, তাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন এবং তাহাকে নেককারগণের জামাতে দাখিল করেন।

অন্যান্য জাতিরা খোদাকে রহীম ও করীম বলিয়া বিশ্বাস করে না। সুতরাং খৃষ্টানরা খোদাকে তো জালিম এবং পুত্রকে (যীশু) দয়ালু বলিয়া ধারণা করিয়াছে—(তাহাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী) পিতা তো পাপ ক্ষমা করিতে পারেন না; পুত্র নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়া মানুষের পাপ ক্ষমা করায়। পিতা-পুত্রের মধ্যে এত পার্থক্য ও ব্যবধান—ইহাবড়ই নির্বুদ্ধিতার পরিচয়! অথচ পিতা ও পুত্রের মধ্যে চরিত্র ও স্বভাবগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এখানে তাহা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যদি খোদাতায়ালা 'রহীম' না হইতেন তাহা হইলে মানুষ ক্ষণেকের তরেও নিষ্কৃতি পারিত না। যিনি মানুষের কর্মের পূর্বেই তাহার জন্য শত সহস্র উপকারী জিনিস

(অবশিষ্ট অংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

জুমার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে'

আইয়াদাহুল্লাহুতায়ালা

[৯ই জুলাই ১৯৮২ ইং তারিখে মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

আল্লাহতায়ালার ফজলে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিগত আর্থিক বৎসর অত্যন্ত সফল ও স্বার্থক সাব্যস্ত হইয়াছে। এই বৎসর বাজেটের তুলনায় অনেক বেশী উসলি হইয়াছে।

জামাতের এই অর্থ আমাদের রবের সেই প্রীতিরই প্রকাশ স্থল বিশেষ যাহা তিনি সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

দুনিয়ার ধন-সম্পদ কত রকমের অবক্ষয়ের শিকার হইয়া যায়! কিন্তু জামাতের এই অর্থের উপর কোন দিন হেমন্তকাল আসিবে না।

দুনিয়ার তোষাগার সমূহে রক্ষিত অর্থ অর্বুদের পর অর্বুদ দ্বারা বিভাজ্য বিরাট অঙ্কই হউকনা কেন, তথাপি আমাদের টাকা নিশ্চয় জয় লাভ করিবে. ইহার তকদীর বা ভাগ্যে পরাজয় লেখা নাই।

ঐ সকল কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় জামাতের কর্মীবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অবশ্য কর্তব্য, যাহারা অত্যন্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সারা বৎসর কাজ করিয়াছেন।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আই') সুরা বাকারার প্রারম্ভিক আয়াত সমূহ তেলাওতের করেন :

الم ● ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ○ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون ○

তারপর বলেন, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার (লাজেমী চাঁদা সমূহের) আর্থিক বৎসর যাহা ১লা জুলাই ১৯৮১ইং হইতে আরম্ভ হইয়াছিল. উহা ৩০শে জুন ১৯৮২ইং সমাপ্ত হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালার ফজলে এই বৎসরটি অত্যন্ত সফল ও স্বার্থক সাব্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং

(বাজেট অনুযায়ী) শুধু জরুরী বরাদ্দকৃত আয় সমূহ এক কোটি ছয় লক্ষ ষোল হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা (রুপিয়া) প্রত্যাসিত ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকার যে আয় সাপেক্ষ বাজেট ছিল তাহা এতদ্ব্যতীত। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে যে উসলি সাধিত হইয়াছে তাহা হইল এক কোটি ছয় লক্ষের মোকাবিলায় ত্রিশ লক্ষ উনাত্তর হাজার টাকা বাড়তি অর্থাৎ এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা উসল হইয়াছে। ইহার জন্য আমরা যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর আদায় করিতেছি সেখানে ঐ সকল কর্মীবৃন্দ—তাহায় কেন্দ্রীয় হউন বা স্থানীয় জামাত সমূহেরই হউন—তাহাদের শোকরিয়া আদায় করাও ওয়াজেব, যাহারা অত্যন্ত মেহনত ও এখলাসের সহিত সারা বৎসর কাজ করিয়াছেন। একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহারা সময় দিয়াছেন, এবং সেলসেলার অর্থ বাড়াইবার লক্ষ্যে সময় দান করিয়া নিজেদের বহুবিধ মূল্যবান আশা-আকাঙ্খার কুরবানী দিয়াছেন।

একবার আমি করাচীতে ছিলাম। সেখানে কোন কাজ উপলক্ষে তারেক রোড যাই। সেখানে করাচীর এক বৃদ্ধ—দুর্বল ও ক্ষীণ—সেলসেলার একজন কর্মীকে অত্যন্ত একনিষ্ঠতা ও ধ্যান মগ্নতার সহিত কোথাও যাইতে দেখিলাম। মানুষ নিজেদের শপিং-এর জন্য অথবা অন্যান্য দৃশ্য দেখার উদ্দেশ্যে বা সান্ধ্যভ্রমণ উপভোগ করার জন্য চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ঐ কারকুনের চেহারায় এক বিশেষ সংকল্পের ছাপ ছিল—বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তাহার সামনে —এমন মনে হইতেছিল যেন কোন বিশেষ দায়িত্বের বোঝা বহিয়া চলিয়া যাইতেছেন। অতএব জানা গেল যে সেলসেলার কার্যাবলীতে আত্মনিমগ্ন পিপীলিকা সমূহ—যাহারা দুনিয়ার দৃষ্টিতে পিপীলিকাবৎ কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতি মহান মর্যাদার অধিকারী—ঐ সকল পিপীলিকার মধ্যকার একজন ছিলেন তিনিও, এবং আল্লাহ্‌র কাজে ব্যস্ত ও আত্মনিয়োজিত ছিলেন। চাঁদা নেওয়ার জন্য বা অন্য কোন পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য যাইতেছিলেন।

সুতরাং ঐ সব কারকুনদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অবশ্য কর্তব্য, দোওয়ার আকারে—তাহারা মারকাজী কারকুন হউক অথবা স্থানীয় জামাত সমূহের কারকুন হউক—গোটা বৎসর ব্যাপী তাহারা পরিশ্রম করেন, অনেক টাকা ব্যয় করেন ও অনেক দোওয়া করেন—যাহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তায়ালা এই ফজল ও অনুগ্রহ প্রদান করেন।

আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার এই কৃপা ও রহমতের জন্য আনন্দিত। কিন্তু যদি বাহ্যতঃ দেখা যায়, এই টাকা—উহা এক কোটি ত্রিশ লক্ষই হউক অথবা দশ কোটি ত্রিশ লক্ষই হউক—উহার কোন অস্তিত্বই নাই। টাকা নিজস্ব সত্তায় কোন মূল্য রাখে না, এবং বিশেষতঃ অধুনা বিশ্বে যখন দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্র বা সরকারের বাজেট এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, সাধারণ মানুষের কল্পনাও সেখানে পৌঁছাইতে পারে না। মস্তিষ্ক সেই সকল পরিসংখ্যান ও অঙ্ককে Grasp ও করিতে পারে না; সে অনুধাবন করিতে পারে না যে, সেগুলি কত বড় অঙ্কের টাকা, যেগুলির কথা বলা হইতেছে। এহেন অবস্থায় এই এক কোটি ছত্রিশ লক্ষের বাজেট কোন গর্বের সহিত পেশ করার কোন অর্থ হয় না।

আবার আর এক দৃষ্টি কোণ দিয়া যখন আমরা দেখি, তখন ইহার মর্যাদা বা অস্তিত্ব পার্থিব পরিমাপের দিক দিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। এবং তাহা হইল এই যে, শুধু খৃষ্টধর্ম নয়, খ্রীষ্টধর্মের শুধ্ কতিপয় সম্প্রদায় একক ভাবেই দৈনিক তাহাদের ধর্মের প্রচার কার্যের উপর যাহা খরচ করিতেছে তাহা আমাদের বার্ষিক বাজেটের তুলনায় দশদশ গুণ বেশী। দশ কোটি, বিশ কোটি, ত্রিশ কোটি টাকা বরং উহার চাইতেও অধিক টাকা কোন কোন খ্রীষ্টান চার্চ দৈনিক খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের খাতে খরচ করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং যখন দুনিয়ার এই সব প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের প্রতি আমরা লক্ষ্য করি, যাহা ইসলামের মোকাবিলায় সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে, তখন সকল ধর্মের কথা তো ছাড়িয়া দিন, গোটা খ্রীষ্টধর্মের কথাও ছাড়ুন, খৃষ্টধর্মের শুধু এক একটি ফির্কাই এত অর্থ-কড়ি ব্যয় করিতেছে যে আমাদের টাকা-পয়সার মূল্য উহার মোকাবিলায় শুণ্যের কোঠায় চলিয়া যায়। যখন অবস্থা এই, তখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, আমরা আনন্দিত কেন? কেন ইহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল হিসাবে গণ্য করিয়া আজ আমাদের হৃদয় অত্যন্ত স্বস্তি ও আনন্দ বোধ করিতেছে যে, 'আল-হামদুলিল্লাহ, অত্যন্ত ভাল বৎসর কাটিয়াছে?' ইহার তিনটি কারণ আপনাদের সামনে আমি রাখিতে চাই। যখন আমি আমার হৃদয়ের অনুভূতির পর্যবেক্ষণ করি তখন আমি দেখিতে পাই যে, বাহ্যিক টাকা-পয়সার পরিমাণের দিক দিয়া ইহা কোন খুশীর মওকা নয়। এত বিরাট কাজ পড়িয়া আছে, এত বড় বড় শক্তিগুলি মুকাবিলায় রহিয়াছে যে, এই টাকার কোনই অস্তিত্ব থাকে না।

আনন্দের হেতু ও কারণাদির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ও প্রথম বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় এই যে, এই টাকা আমাদের রবের প্রীতি প্রকাশক, তাঁহার সেই প্রীতির প্রতীক, যাহা তিনি জামাতের সহিত প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত করিয়া আসিতেছেন। এবং সেই পেয়ার ও প্রীতি প্রতিটি পয়সায় মিশিয়া আছে। তাঁহার রহমত, তাঁহার সাহায্য ও সমর্থন তখন বরং বেশী ছিল স্বীয় পরিমাণ ও পরিমাপে, যখন হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর সমীপে জামাতের সদস্যরা কখনও কখনও দুই দুই পয়সাও পেশ করিতেন। সেই দুই পয়সার শোকরিয়া হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) স্বীয় লিখনীর দ্বারা আদায় করিয়াছেন এবং কিয়ামতকাল ব্যাপী তাঁহাদের (দাতাগণের) নাম নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জল এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে! আজ দুই কোটিও সেই মূল্য বা মর্যাদা রাখে না যাহা সেই দুই পয়সার মূল্য বা মর্যাদা ছিল, যাহা হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর কলমের দ্বারা কাগজের পৃষ্ঠায় লিখিত ও লিপিবদ্ধ হইতেছিল, তাঁহার দোওয়া উহাদের শামিল ছিল, আল্লাহ্‌তায়ালা অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টিতে সেই দুই পয়সাগুলিকে দেখিতেছিলেন এবং উহাদের উল্লেখের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, পেশকারীদের এখলাস ও আন্তরিকতাকেও কবুল করিতেছিলেন এবং গ্রহণকারীর স্নেহ, মমতা ও রহমতের দিকেও প্রেমের দৃষ্টিতে তাকাইতেছিলেন। সুতরাং আসল বিষয় যাহা কৃতজ্ঞতার যোগ্য তাহা হইল আল্লাহতায়ালার ভালবাসা, তাঁহার করুণা এবং তাঁহার ফজল, যাহা সূচনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত পুরাপুরি বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এবং ইহার একটি প্রমাণ হইল এই যে, এই টাকার উপর কখনও হেমন্ত আসে না।

দুনিয়ার অবস্থা ও পরিস্থিতির যখন পরিবর্তন ঘটে, যখন অর্থনৈতিক অবস্থাবলী (মুদ্রা) স্ফীতির দ্বারা বিপর্যয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন বড় বড় কোটিপতি কোম্পানী বা ফার্মেরও লালবাতি জ্বলিয়া যায় এবং দেওলিয়া হওয়ার ঢেঢ়েরা বাজিয়া উঠে ; বড় বড় রাষ্ট্র বা সরকারের তোষাগার শুন্য হইয়া পড়ে, টাকার কোন মান ও মূল্য থাকে না ; যখন সরকারগুলির প্রশাসন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কোয়েরশন (Coercion) কমিয়া যায় অর্থাৎ বল প্রয়োগের বাঁধন সমূহ শিথিল হইয়া পড়ে, তখন টেক্সের চুরি আরম্ভ হইয়া যায়। দাতারা প্রথমতঃ টেক্স দেয়ই না এবং যাহা দেয় তাহাও গ্রহীতারা হযম করিয়া পালাইয়া যায়। সুতরাং দুনিয়ার টাকা-কড়ি বহু বিধ অবক্ষয়ের শিকার হইয়া পড়ে এবং বহু রকমের হেমন্ত তাহাদের চোখে চোখ গাড়িয়া তাকায় এবং তাহাদের রক্ত শোষণ করিয়া নেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল সমূহের উপর কখনও হেমন্তকাল ছায়াপাত করিতে পারে না।

জামাতে আহ্‌মদীয়ার উপর দিয়া বহু রকমের অবস্থা বহিয়া গিয়াছে। এবং আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯৭৪ইং সনে যখন সমগ্র জামাতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হইতেছিল, তখনও আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলের দ্বারাই খোদার খাযানা সমূহ ভরা হইতেছিল। জামাতের বন্ধুদের পক্ষ হইতে এরূপ কোন আবেদন আসিতেছিল না যে, আমাদের তো সবকিছুই লুট-পাট হইয়া গিয়াছে, আমাদের ঘর জ্বলিয়া গিয়াছে, আমাদের চাঁদা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হউক। বরং লোকজন কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অনুনয়-বিনয়ের সহিত দরখাস্ত করিতেছিল যে, হে আমাদের প্রভু ! হে আমাদের প্রিয় ইমাম। দোওয়া করুন, এহণ অবস্থাতেও খোদাতায়ালা যেন আমাদিগকে আমাদের ওয়াদা পূরণ করার তওফিক দান করেন। আমরা আমাদের ওয়াদা প্রত্যাহার করিতে চাই না। আমরা পূর্ণ দেয়ানতদারী ও পূর্ণ এখলাসের সহিত এই সংকল্প গ্রহণ করিতেছি যে, আমরা যে সব ওয়াদা করিয়াছিলাম সেগুলি নিশ্চয় পূর্ণ করিব। আমাদের আকুল নিবেদন শুধু এতোটুকু যে, আপনিও দোওয়ার দ্বারা আমাদের সাহায্য করুন, আল্লাহ্‌-তায়ালা আমাদিগকে সাহস ও মনোবল দিন, দৃঢ়পদ থাকার শক্তি দিন এবং আমাদিগকে এই ওয়াদা সমূহ পূর্ণ করার তওফিক দিন।

এই প্রকারের কতিপয় পত্র ওক্‌ফে-জদীদ দপ্তরে আমার নিকট আসিত। শিয়ালকোটের একটি জামাত ছিল, যাহারা সম্পূর্ণ উজাড় ও বাস্তুহারা হইয়া পড়িয়াছিল (কিন্তু ইহা আমি ১৯৭৪ইং সালের কথা বলিতেছি না ; ইহা আমি দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ পেশ করিতেছি। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরিণামে এই সকল অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল) ঐ সময়ে তাহাদের অস্থায়ী হিজরত কালীন প্রথম তাহাদের প্রেসিডেন্টের চিঠি আসিল যে, 'দোওয়া করিবেন, যদিও আমাদের দিন-মজুরী করিতে হয়, মেহনত-পরিশ্রমও করিতে হয়, তবুও ওক্‌ফে-জদীদের যে চাঁদা লিখাইয়াছি তাহা নিশ্চয় পূরণ করিব।"

তারপর বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই সুসংবাদবহ পত্র আসিল যে, 'আল্লাহ্‌তায়ালা আমা-দিগকে তওফিক দিয়াছেন, আমরা সেই চাঁদার পাই পাই পরিশোধ করিয়াছি।'

সুতরাং ইহা সেই জামাত যাহার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল রহিয়াছে এবং খোদার ফজলের উপর হেমন্ত আসিতে পারে না। খোদাতায়ালার ফজল, দুনিয়ার অন্যান্য আর্থিক সংগঠন ও ব্যবস্থাবলীর মোকাবিলায় এরূপ সতন্ত্র মর্যাদারই অধিকারী হইয়া থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এ বিষয়টিই অতি সুন্দর ভঙ্গীতে নিম্নরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :

بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں
کھلے ہیں پھول میرے بوستاں میں

[অর্থাৎ, "বসন্ত আসিয়াছে এহন হেমন্তকালে। খেলিয়াছে পুষ্প আমার উদ্যানে।।" —অনুবাদক)

১৯৭৪ইং সনেও কুরবানীর বড়ই সুন্দর সুন্দর ফুল খেলিয়াছিল—এরূপ ফুল, যেগুলি সারা জাহানকে শোভা দান করিতে পারিত, যদি দুনিয়া সেগুলিকে মর্যাদা ও সমাদরের দৃষ্টিতে দেখিত। এবং এই পুষ্পসমূহ 'বুস্তানে-আহমদ' (আহমদ আঃ-এর উদ্যান)-এ সদাসর্বদাই খেলিতে থাকিবে। এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে এই উদ্যানে কখনও হেমন্তকাল আসিবে না। সুতরাং শোকরগোজারীর প্রথম কারণ বা হেতু হইল এই দৃষ্টিকোণ বা ভাব-ধারণা যাহা আমাদের আত্মাকে আল্লাহ্‌তায়ালার সমক্ষে সেজদাবনত করাইয়া দেয় এবং সদা ঝুঁকাইয়া রাখে।

দ্বিতীয়তঃ আর একটি বিশেষ দৃষ্টি-কোণও রহিয়াছে, যাহার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার এক খাস ওয়াদাও ছিল, এবং তাহা ছিল আর্থিক সহায়তাদানের ওয়াদা। তাঁহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা বড়ই প্রীতিপূর্ণ ভাবভঙ্গীতে পাঞ্জাবী ভাষার কালামে নিম্নরূপ বলিয়াছিলেন :

میں تینوں اینا دیانگا کہ رج جائیں گا

(অর্থাৎ—'আমি তোমাকে এতই দান করিব যে তুমি পরিতৃপ্ত হইয়া পড়িবে।"—অনুবাদক)

কাহারও তৃপ্তি বোধের লক্ষণ হইয়া থাকে এই যে, তাহার উচ্ছিষ্ট বাঁচিয়া যায়। যে পরিতৃপ্ত হয় না, যাহার উদরপূর্তি না হইয়া থাকে, তাহার তো চাহিদা বাকি থাকিয়া যায় এবং তাহার পাত্রে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পরিতৃপ্ত ব্যক্তি তাহার প্লেটে কিছু ছাড়িয়া যায়, অন্যেরাও উহা হইতে উপকৃত হয়। সুতরাং আমি 'মসনদে-খিলাফতে' আসার পর দেখিলাম যে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অগাদ টাকা নেক কাজগুলিতে খরচ করার জন্য তাঁহার 'পরিত্যক্ত খাদ্য' হিসাবে মওজুদ রহিয়াছে, এবং আর্থিক দিক দিয়া সেলসেলার কোন অভাব নাই, এবং কোন অভাব খোদাতায়ালার ফজলে হইবেও না। আল্লাহতায়ালার যে উক্ত ওয়াদা রহিয়াছে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আসা রাখি এবং দোওয়া করি, আপনারাও এই দোওয়ায় শামিল হউন, ইহা যেন এমনি ধারায় জারি (অব্যহত) থাকে। কেননা খলিফার পরিবর্তনে খেলাফতের পরিবর্তন ঘটে না ; খোদাতায়ালার কাজ বদলায় না ; দ্বীনের প্রয়োজন সমূহ তো বদলায় না। সেইজন্য আমাদের এই আকুল আবেদন জানান উচিত যে, হে খোদা! তুমি তোমার ফজল ও অনুদানকে বাড়াইয়া চলিয়া যাও এবং

আমাদের ক্ষুধা-বৃদ্ধিও ঘটাইয়া চলিয়া যাও; আমাদের চাহিবার পাত্রকেও প্রসারিত করিতে থাক—এই দুইয়ের মধ্যে এক দৌড় বা প্রতিযোগিতার সূত্রপাত কর। এবং ইহার ফলে স্বয়ং তোমারই প্রদত্ত এরূপ এক দৌড় বা প্রতিযোগিতা যেন চলিতে থাকে, যেমন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) দুইটি ঘোড়ার দৃষ্টান্ত দিতেন, সেইরূপ অবস্থার যেন উদ্ভব ঘটে।

কথিত আছে যে এক আরবের একটি ঘোড়া অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কেননা উহার ন্যায় দ্রুতগামী ঘোড়া আর অন্যটি ছিল না। একবার চোর আসিল এবং ঘোড়াটি খুলিয়া অনেক দূরে লইয়া চলিয়া গেল। যখন মালিকের চাখ খুলিল তখন সেই ঘোড়া বহু দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। সে তাহার দুই নম্বর ঘোড়া লইল এবং সেই দুই নম্বর ঘোড়ায় চড়িয়া উহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে আরম্ভ করিল। যেহেতু সে দক্ষ অশ্বারোহী ছিল—উহার মেজাজ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ছিল এবং চোর ১নং ঘোড়ার মেযাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল, সেজন্য সে (মালিক) ধীরে ধীরে তাহার নিকটতর হইতে থাকে, এমনকি তাহার কাছে পৌঁছিয়া যায় কিন্তু হঠাৎ সেখানে তাহার মনে এই ধারণার উদয় হইল যে, যদি আমি উহাকে গিয়া ধরিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার ঘোড়ার যে সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল যে কখনও কোন ঘোড়া উহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া যাইতে পারে নাই সেই সুখ্যাতির অবসান ঘটিয়া যাইবে। সুতরাং সে চোরকে বলিল, চলিয়া যা, অন্য কোন কারণে নয়, শুধু আমার ঘোড়ার সুনাম রক্ষার্থে তোকে ছাড়িয়া দিলাম।' এই ভাবে সে তাহার ঘোড়াকে চলিয়া যাইতে দিল।

সুতরাং আমার অন্তরের অবস্থা এই যে, আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আবেদন করি যে "হে আল্লাহ্! তুমি একদিকে আমাদের ক্ষুধা বাড়াইতে থাক এবং অন্য দিকে স্বীয় দানকেও বাড়াইয়া চলিয়া যাও। কিন্তু যদি আমাদের ক্ষুধা তোমার দানের নিকটে পৌঁছিয়া যায়, তখন তুমি তোমার রহমতের খাতিরে সেই দানের সুনামের খাতিরে, যাহাকে দুনিয়াতে কোনকিছুই কখনও পরাস্ত করিতে পারে নাই, তুমি তোমার দানকে আরও বাড়াইয়া দিও, যাহাতে এই দান চিরকাল অনন্ত ও নজিরবিহীন মর্যাদায় অধিষ্ঠ থাকে এবং কোন ক্ষুধা উহার নাগাল না পায়।

মোটকথা, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আমাদের আকুল আবেদন ইহাই হওয়া উচিত যে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদের উপর এই ফজল জারি রাখেন এবং ইহার সঙ্গে এই নিবেদনও যে উত্তমরূপে খরচ করার যেন তৌফিক দেন, আমানত দিয়ানতদারীর সহিত, উত্তম চিন্তা-ভাবনা ও সুবিবেচনা করার তওফিক দান করেন; সকল কারকুন যেন খোদাতায়ালার রেজামন্দীর উদ্দেশ্যে কার্য-সম্পাদনকারী হয়, দেয়ানত ও আমানতের হক আদায়কারী হয়। প্রতিটি পয়সার সঙ্গে দোওয়া ও সকরুণ নিবেদনের বরকত ও কল্যাণ বিজড়িত হয় এবং সেই টাকার অঙ্ক উহার বাহ্যিক দিক দিয়াও বহুগুণে বর্ধিত বরকত বহিয়া আনে, যে সকল বরকত ও কল্যাণের কথা দুনিয়ার ধ্যান-ধারণায়ও আসিতে পারে না।

বাজেটের উদ্বৃত্ত উসলির জন্য আনন্দের তৃতীয় দিকটি দাতাগণের অবস্থার সহিত সম্পৃক্ত।

হক্-হালাল উপার্জন ইহাতে শামিল ; ঈমানের অধিকারী মজুরদের ঘর্ম ইহাতে মিশ্রিত. এরূপ মেহনত এবং পবিত্র পরিশ্রম এই টাকাতে সংযুক্ত ও প্রবিষ্ট হইয়াছে যাহা স্বীয় পবিত্রতার দিক দিয়া সারা জগত ব্যাপী অতুলনীয় ; স্বীয় সংযম ও কৃতজ্ঞতাবোধের দিক দিয়া দৃষ্টান্ত বিহীন এবং ঐ পরিশ্রমের অন্তর্নিহিত ভাব-ধারণার দিক দিয়া নযিরবিহীন। সুতরাং এই টাকার সঙ্গে দুনিয়ার অন্য কোনও টাকার কোন তুলনাই হইতে পারে না। ঐ সকল বিত্তবানদের উদ্বৃত্তও ইহাতে শামিল, যাহারা দুনিয়ার গোনাহ আবৃত ও পাপাসক্ত জীবনকে বর্জন করিয়া, তাঁহাদের টাকা-পয়সা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের লিপ্সায় ব্যয় না করিয়া তাহাদের রবের সন্তোষ অর্জনে ব্যয় করিয়াছেন। অথচ দুনিয়াতে কোটি কোটি এরূপ ধনী বসবাস করিতেছে যাহারা পাপ বেভিচারের নুতন নুতন পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহাদের অর্থের পরিমাণ তাহাদের পাপানুষ্ঠানের সামর্থ্যকে ছাড়াইয়া যায়। এবং তাহারা সেই টাকা কিভাবে খরচ করিবে এবং কিরূপে তাহাদের পাপাকাঙ্খা পূরণ হইবে এবং উহার তৃষ্ণা নিবারণ করিবে, তার জন্য তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা সত্বেও উহার ময়দান খুঁজিয়া পায় না। ইহার বিপরীতে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আহমদী বিত্তশালীগণ আছেন যাঁহারা ঐ সব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্তেও, সকল প্রকারের পরীক্ষা ও আশঙ্কা থাকা সত্বেও পাপানুষ্ঠানের যে সব সুযোগ অর্থের দ্বারা লাভ করা সম্ভব হইত ঐ সব হইতে নিবৃত্ত থাকেন, এবং সেই অর্থ বাঁচাইয়া তাঁহারা নেক পথে ব্যয় করিয়াছেন। যদিও ব্যক্তিগত দিক দিয়া তাহাদের কষ্ট, দরিদ্রদের কষ্টের মোকাবিলায় কম ছিল কিন্তু ইহা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, তাহারা ভিন্ন রকমের রুহানী কষ্ট নিজেদের উপর আনয়ন করিয়াছেন এবং পরীক্ষাগুলিতে দৃঢ়তা ও স্থিরতার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং এই (বাজেটের) টাকার মধ্যে তাঁহারাও তাঁহাদের গরীব ভাইদের সহিত শরীক রহিয়াছেন। তারপর, ঐ সকল গরীব-মিসকীনের ডাল-ভাতও এই টাকায় শামিল হইয়াছে, যাহারা অতিকষ্টে জীবন যাপন করেন। এমন সাধারণ পিয়ন-অর্ডালি (মদদগার কারকুন), যাহাদিগের জীবন রক্ষার্থে অনেক সময় জামাতকে সাহায্য করিতে হয়, তাহাদের পয়সাও ইহাতে সংমিশ্রিত হইয়াছে। তাহাদের শিশুদের দুধ যাহা উহারা খাইতে পায় নাই তাহাও ইহাতে শামিল রহিয়াছে ; তাহাদের গায়ের গরিবানা জামা-কাপড়ও ইহাতে শামিল রহিয়াছে— টাকার রূপ ধারণ করিয়া চাঁদায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এসবেরই নিজস্ব এক ঝলক, আলো ও দীপ্তি রহিয়াছে, এবং দুনিয়ার কোন টাকা সেই আলো ও দীপ্তির মোকাবেলা করিতে পারে না।

তারপর, আমরা সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি. যিনি চাঁদাদাতাদিগকে দোওয়া করার তওফিক দান করিয়াছেন। এই টাকায় তাহাদের দোওয়া শামিল রহিয়াছে, তাহাদের নেক আশা-আকাঙ্খা, গিরিয়া-জারি ও মর্মবেদনা এবং তাহাদের তাকওয়া শামিল রহিয়াছে :

لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينالة التقوى منكم -
(سورة الحج : ٣٨)

—'আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কুরবানী সমূহের বাহ্যিক কোন কিছুই পৌঁছায় না, টাকা-পয়সা ভাত-কাপড় বা রক্ত-মাংসের কোন কিছুই নয়; একমাত্র তাকওয়াই পৌঁছিয়া থাকে।' সুতরাং সেই জিনিসটি যাহা অগ্রে যাইবে, সেই পাথেয়ও এই টাকায় শামিল রহিয়াছে। কেননা এই টাকা তো দুনিয়াতেই থাকিয়া যাইবে। পারলৌকিক জগতে ইহার হস্তান্তরের কোন পথ আমরা খুঁজিয়া পাই না; তবে খোদাতায়ালার কত বড় এহ্‌সান, কতইনা কৃপা তাঁহার যে, ঐ যাবতীয় পবিত্র জিনিস, যেগুলি কুরবানী সমূহকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করে, সেই যাবতীয় পবিত্র বিষয় ও উপকরণ এই টাকায় শামিল রহিয়াছে।

অতএব, দুনিয়ার চক্ষুতো এ টাকাকে একটি দীন-দরিদ্র জামাতের এক সামান্য ও নগণ্য পুঁজি হিসাবেই দেখে—এমন ক্ষুদ্র পুঁজি, যাহা দুনিয়ার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা সরকারও এই পুঁজির মোকাবিলায় শত সহস্র গুণ অধিক অর্থ ও শক্তির অধিকারী, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির চোখ ইহাতে গরীবদের অশ্রুবিন্দুরূপ মুক্তা দেখিতে পাইতেছে; আল্লাহ্‌র সন্তোষ-দৃষ্টি এই টাকাগুলিতে মুমেনদের হৃদপিণ্ডের খণ্ডসমূহ প্রত্যক্ষ করিতেছে: সেই ধনীদের এখলাস, নিষ্ঠা ও পবিত্রতরূপ মনি-মানিক্য অবলোকন করিতেছে, যাঁহারা ফেৎনা-ফেসাদে লিপ্ত হওয়ার বাসনা-কামনা সত্বেও এবং পাপ-পঙ্কিলতায় জড়াইয়া পড়ার আবেগাবলী সত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার রেজামন্দির চাদরে নিজদিগকে জড়াইয়াছেন। এগুলিই হইল ঐসব জিনিস যেগুলিকে আল্লাহতায়ালা মহব্বত ও ও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন এবং কবুল করিয়া থাকেন।

সুতরাং এই টাকার অবস্থান (বা মর্যাদা) দুনিয়ার সাধারণ টাকার অবস্থানের মোকাবেলায় সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ও সতন্ত্র। "চেহ্ নিসবাত খাব-রা ব-আলমে-পাক?" কোন মোকাবেলাই হয় না। পরিমাপই ভিন্নতর। তারপর, দুনিয়ার চোখ এই টাকাকে রোবলস (Roubles)-আকারে দেখিতেছে, রুপিয়ার আকারে, টাকা (Taka)-এর আকারে, পাউণ্ডের আকারে, ডলারের আকারে, ইয়েনস (Yens)-এর আকারে, ক্রনাস Kronas)-এর আকারে, পেসেতাস (Pesetas)-এর আকার দেখিতেছে। আবার সেগুলির উপরে বিভিন্ন ছবি তাহারা প্রত্যক্ষ করে—কোথাও সাম্যবাদের প্রতীক চিহ্ন, কোথাও কাঁচি, কোথাও হাতুড়ি, কোথাও রাজা-বাদশাহ্‌দের আকৃতি, কোথাও জর্জ ওয়াশিংটনের প্রতিমূর্তি তাহারা দেখিতে পায়; আর কোথাও কায়েদে-আজমের ছবিও উহার উপরে দেখে। কিন্তু আল্লাহ্‌র তত্বদর্শী (আরিফ-বিল্লাহ) এই টাকাতে তাহার রবের প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কোন কিছুই প্রত্যক্ষ করে না। আল্লাহর প্রতিচ্ছবি—তাঁহার চেহারা আছে, যাহাকে কুরআন করীম অর্থনৈতিক পরিভাষায় (Economic term-এ) لوجه الله (লে-ওয়াজহিল্লাহ) বলিয়া অভিহিত করে অর্থাৎ 'আল্লাহর 'ওয়াজ্‌হ'-এর খাতিরে'; যেমন—উর্দু ভাষায় আমরা বলিয়া থাকি— "তাহার মুখের খাতিরে"। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-বলিয়াছেন: "তেরে মুহ্ কি হি কাসাম, মেরে পেয়ারে আহমদ!"

(অর্থাৎ, "তোমার মুখেরই কসম, হে প্রিয় আহমদ (সাঃ)!),

ইহা হইল উর্দু মোহাবেরা। আরবীতেও এ মোহাবেরাই প্রচলিত—"ওয়াজহিল্লাহ" অর্থাৎ

আল্লাহ্‌র চেহারা, তাঁহার রেজামন্দি ও সন্তোষ। সুতরাং যে মুখের ও চেহারার খাতিরে এই সকল কুরবানী পেশ করা হয়, তাহারা সেই প্রিয় ও পবিত্র চেহারার অঙ্কিত ছবি ইহার মধ্যে দেখিতে পায়। দুনিয়ার দেশ সমূহের স্ব স্ব রাষ্ট্রিয় কানুন দৃষ্টি বহির্ভূত হয়; তাহাদের টেরেফের (Tarrif) নিয়ম-কানুন দৃষ্টি হইতে অপসারিত হয়; শুধু 'ওয়াজহুল্লাহ'-ই তাহারা দেখিতে পায় প্রতিটি টাকার উপর, প্রতিটি পয়সার উপর এবং প্রতিটি পাই-এর উপর, যাহা জামাত আহমদীয়া কুরবানী স্বরূপ তাহাদের রবের সমীপে পেশ করিয়া চলিয়াছে।

সুতরাং সারা বিশ্বের শক্তিবর্গ মিলিত হউক না কেন এবং তাহাদের তোষাগারে রক্ষিত অর্থ অর্বুদের পর অর্বুদ দ্বারা বিভাজ্য বিরাট অঙ্ক হউক না কেন, তথাপি আমাদের এই টাকাই জয়যুক্ত হইবে এবং ইহার এ বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কেননা ইহার তকদীর বা ভাগ্যে পরাজয় লেখা নাই; ইহা তো আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের খাতিরে পেশ করা হইতেছে। বন্ধুগণ দোওয়া করুন আল্লাহ্‌তায়ালা যেন সদা এই টাকাকে পাক ও পবিত্র রাখেন এবং সেই ঈমানে বরকত দান করিতে থাকেন, যে ঈমান হইতে ইহা উৎসারিত হইয়া থাকে। (আমীন)

খোৎবা সানিয়া কালীন হুজুর বলেন:

'একটি দোওয়ার অনুরোধও জানাইতে চাই। বিভিন্ন শত্রু ও হিংসুক ব্যক্তিরা জামাত আহমদীয়াকে বিভিন্ন রকমের মোকদ্দমায় জড়াইয়া রাখিয়াছে এবং প্রায়ই উহাদের শুনানিগুলিতে সেলসেলার উকিলগন সময় ব্যয় করেন, টাকাও খরচ করেন এবং মস্তিষ্ক-স্খালনও করেন। কিন্তু আসল কথা যাহার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই এবং যাহার জন্য দোওয়ার অনুরোধ জানাইতে চাই তাহা হইল এই যে এই পৃথিবীর মোকদ্দমা কোনই গুরুত্ব ও মূল্য রাখে না। আমাদের আসল মোকদ্দমা হইল আসমানের উপরে এবং সেখান হইতেই আমরা ফয়সালা চাই। সুতরাং গিরিয়া-জারি ও দরদে-দেলের সহিত বন্ধুগণ দোওয়া করুন যেন 'আহকামুল-হাকেমীন' (সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিচারক) খোদাতায়ালা তাঁহার ফয়সালা জারী করেন এবং দুনিয়ার আদালত সমূহের মুখাপেক্ষিতা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন। (আমীন)

(আল-ফজল, ২০শে জুলাই ১৯৮২ইং)

অনুবাদ: **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**
সদর মুরুব্বী

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ ২৭]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

মানোপযোগী আর্থিক কুরবানীর তাকিদ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

নিম্ন মানের কুরবাণী পেশ করা আল্লাহকে ধোকা দেওয়ার প্রয়াসের নামান্তর।

ইহা বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার, যাহার ফলে আল্লাহতায়ালা বরকত সমুহ কাড়িয়া লন।

আল্লার পথে ব্যয় করিতে ভীত হইও না, কেননা ইহাই আয় বৃদ্ধির উপায়।

নির্ধারিত হারে চাঁদা অনাদায়কারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী ও অমূল্য উপদেশাবলী

[২৩শে জুলাই ১৯৮২ইং মসজিদে আকসায় প্রদত্ত খোৎবার সারসংক্ষেপ]

রাবওয়া, ২৩শে ওফা/জুলাই—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আজ এখানে মসজিদে আকসায় জুমার নামায পড়ান এবং খোৎবা ইরশাদ করেন। হুজুর উহাতে ঐ সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে সতর্ক করিয়াছেন যাঁহারা কুরবানীর ক্ষেত্রে নিম্ন মানে অবস্থান করেন এবং নিয়মিত হারে চাঁদা দেন না। হুজুর বলেন, এরূপ করা আল্লাহ্‌কে ধোকা দেওয়ার নামান্তর। এরূপ লোকদের নিকট হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা বরকতসমুহ কাড়িয়া নেন এবং কোন কোন সময় সকল স্বাচ্ছন্দের অবসানও ঘটিয়া যায়।

হুজুর উক্ত খোৎবায় তাঁহার বিদেশ সফরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সফরে রওয়ানা হইবার পূর্বে ইহা হইবে তাঁহার শেষ খোৎবা। হুজুর জামাতের ভ্রাতৃবৃন্দকে উক্ত বিদেশ সফরের কামিয়াবীর জন্য দোওয়ার তাহরীক করেন এবং অতি মূল্যবান উপদেশাবলী দান করেন।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর নিম্নরূপ কুরআনী আয়াত তেলাওয়াত করেন :

ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله - فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه - والله الغنی وانتم الفقراء - وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم - ثم لا یکونوا امثالکم ○ (سورة محمد : ٣٩)

ইহার পর হুজুর (আইঃ) বলেন, সুরা মোহাম্মদের এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা সেই সকল মুমেনদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন যাহারা (কুরবানীর ক্ষেত্রে) পশ্চাতে থাকিয়া যায় এবং ঈমান যাহাদের হৃদয়-কন্দরে প্রবিষ্ট হয় নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'তোমাদিগকে

আহ্বান করা যাইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালার পথে যেন অর্থ ব্যয় কর ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কিছুলোক কার্পণ্য দেখায়। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের চাঁদার মোখাপেক্ষী—এরূপ ধারণা তোমরা হৃদয় হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও। তিনি তো হইলেন 'গণী'—(অভাব মুক্ত ও প্রাচুর্যশালী)। তেমনি সেলসেলার নেজামও তোমাদের চাঁদার মোহতাজ বা মোখাপেক্ষী নহে। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার কাজ তো সর্বাবস্থায় অবশ্যই জারী ও চলমান থাকিবে। যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে লইয়া আসিবেন এবং তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না।'

হুজুর বলেন, নবীগণ 'বশীর' (সুসংবাদদাতা)-ও হইয়া থাকেন এবং 'নযীর' (সতর্ককারী)-ও। জাতিসমূহের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে উক্ত উভয় রকম প্রেরণা সৃষ্টিকারী উপকরণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এক, আশা ; দ্বিতীয়, ভয়। ক্রমাগত শুভসংবাদ দান করিয়া, আবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া ক্রমাগত আগে বাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

হুজুর বলেন, পূর্বে একটি খোৎবা আমি 'বশীর'-এর গোলাম হিসাবে প্রদান করিয়াছিলাম। এবং এখন এই দ্বিতীয় খোৎবা আমি নযীর'-এর গোলাম হিসাবে প্রদান করিতেছি। হুজুর বলেন, খলিফা-এ-ওয়াক্তের কাজ তো হইল প্রভুর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই হইলেন আমার প্রভু ও নেতা, এবং তাঁহারই পায়রবীর জন্য আমাকে বাধ্যগত করা হইয়াছে। হুজুর বলেন, আমি ঐ সকল আশঙ্কা ও বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করাইতে চাই যে গুলির সম্মুখীন রহিয়াছেন জামাতের মালি নেজামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এক শ্রেণীর লোক। হুজুর বলেন, আমাদের জামাতের সমগ্র মালী নেজাম তাকওয়ার উপরে নির্ভরশীল। সেইজন্য আমি এ বিষয়ের দিকে বন্ধুদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে চাই যে, যে মালই তাঁহারা খোদার পথে পেশ করেন, তাহা ঐকান্তিকভাবেই তাকওয়াভিত্তিক হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'আমি জানি, তোমাদের কোন্ মাল পবিত্র ও তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং কোন্ মাল তদ্রূপ নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, يعلم السر و اخفى অর্থাৎ 'আমি তাহাও জানি যাহা তোমরা গোপন কর এবং তাহাও জানি যাহা তোমরা নিজেরাও জান না।' হুজুর বলেন, আপনাদের কোন্ মাল পবিত্র এবং কোন্‌টা নফসের সংমিশ্রণের কারণে অপবিত্র—ইহার ফয়সালা করিবেন আল্লাহ্‌তায়ালা ; নেজামে-সেলসেলা ইহার ফয়সালা করিবে না। আমি নীতিগতভাবে আপনাদিগকে কতকগুলি আশঙ্কা ও বিপদ সম্বন্ধে অবগত করাইতে চাই। আপনারা নিজেরা নেগাবানি ও তত্ত্বাবধান করুন। কেননা আল্লাহ্‌তালার সমীপে যে মাল পেশ করা হয় তাহা প্রত্যেক প্রকারের বিকার ও বক্রতা হইতে পবিত্র হওয়া উচিত। হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ (আঃ)-এর একটি উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন ঃ

"নিজেদের জন্য জমীনের উপর মাল জমা করিওনা, যাহাতে কীটও লাগিতে পারে, মরিচাও ধরিতে পারে এবং চোরও চুরি করিতে পারে ; বরং তোমরা আকাশে বা স্বর্গে মাল জমা কর, যাহাতে কীটও লাগিতে পারে না, মরিচাও ধরিতে পারে না এবং চোরও চুরি করিতে পারে না।"

হুজুর বলেন, ইহা ভাল উপদেশ বটে কিন্তু পূর্ণ ও পরিণত নয়, কেননা কামেল শরীয়ত নবী-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারাই মানব জাতিকে দেওয়া নির্ধারিত ছিল। সুতরাং তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ দানের যে সামগ্রিক সংগা দান করা হইয়াছে তাহা হইল এই :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ○ (ال عمران : ٩٣)

অর্থাৎ—'তোমরা যে মাল ভালবাসিয়া থাক সেই মাল যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খোদাতায়ালার সমীপে পেশ না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কামেল নেকীতে উপনীত হইতে পার না, অর্থাৎ যদি তোমাদের মাল তাকওয়া শুন্য হয় তাহা হইলে উহা গ্রহণ যোগ্য হইবে না' হুজুর এই আয়াতের অধিকতর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণার্থে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া শোনান, যাহাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) জামাতকে হোশিয়ার করিয়াছেন যে, চাঁদার ব্যাপারে খোদাকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করিও না। যদি চাঁদার ক্ষেত্রে মিথ্যার সংমিশ্রণ হয়, তাহা হইলে খোদাতায়ালা এবং যুগ-ইমামের সহিত সম্পর্ক ও সংযোগ ঘটিতে পারিবে না। যখন খলিফা-এ-ওয়াক্ত কোন একটি হার নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন, উহাতে অবহেলা বা অসততার সহিত কাজ নেওয়া তো হইল একটা নির্বুদ্ধিতা-মূলক প্রয়াস। ইহাতে সে নকশাই সামনে আসিয়া যায়, যেমন আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন :

يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ○ (البقرة : ١٠)

অর্থাৎ—'খোদাতায়ালার উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে ধোকা দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে খোদাতায়ালাকেই ধোকা দেওয়ার প্রয়াসের নামান্তর। কিন্তু ইহারা প্রকৃতপক্ষে নিজদিগকেই ধোকা দেয়।"

হুজুর বলেন, উহা সত্বেও এক বিশেষ সংখ্যক লোক এমনও থাকে যাহারা নিজদিগকে ধোকা দেয়। ইহার দৃষ্টান্ত এমনই যেমন এক ব্যক্তিকে আপনি এক হাজার টাকা দিয়াছেন এবং সে পরের দিন বলে : 'আপনি গতকাল যে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়াছিলেন উহা হইতে পাঁচ টাকা নিন।' এরূপ ঘটিলে আপনি তাহা মানিবেন না। অবশ্য আপনার কর্মচারীকে এরূপ বলিলে হয়তো সে ধোকা খাইতে পারে। তবে প্রকৃত কথা তো এই যে তখন মুমেনরাও ধোকা খায় না; তাহারা দাতার থাকা ও খাওয়া-পরার ধরণ দেখিয়াই জানিয়া লয়। তথাপি সেলসেলার কারকুনগণ যাহা কিছু তাহাদিগকে মৌখিক ভাবে জানান হয় তাহাই গ্রহণ করিয়া নেন এবং এইভাবে চাঁদা দানকারী মনে করেন, সময় পার হইল। হুজুর এরূপ ভুমিকা গ্রহণকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দেন এবং বলেন, এরূপ প্রতারণাকারীগণের সমস্ত কুরবানী ব্যর্থ হইয়া যায়; তাহারা বিভিন্ন রকমের অসহনীয় বোঝা ও দুর্বিপাকের শিকার হইয়া পড়ে। আল্লাহ্‌তায়ালাই যেহেতু প্রকৃত দাতা, তিনিই ফেরৎ নেওয়ার পথও

জানেন; এরূপ লোকের নিকট হইতে বরকত সমূহ কাড়িয়া নেন; তাহাদের সন্তানগণ তাহাদের চক্ষের সামনে নষ্ট হইয়া যায়।

হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার পথে খরচ করিতে ভীত হইওনা। এই খরচই তো আয়ের পথ ও উপায়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামানায় যে সকল ব্যক্তি অতি সামান্য সামান্য কুরবানী পেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে কল্পনাতীত উন্নতিলাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার যে ফজল ও অনুগ্রহই নাযেল হয় উহার সম্বন্ধে এরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল যে, উহ তাহাদের নিজস্ব সাক্ষাৎ প্রচেষ্টায় লাভ হইয়াছে। স্বাচ্ছন্দকে নিজের হক্ ও সত্ব মনে করা ভুল। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার প্রদত্ব ধন-সম্পদ চোখের নিমিষেই ফেরৎও লইয়া থাকেন।

হুজুর বলেন, যাহাদিগকে আমি সম্বোধন করিতেছি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা আপনাদের হক নয়। এবং আমারও হক্ নয়। আমার তো কর্তব্য ও দায়িত্ব, যেন সাবধান করিয়া দেই এবং বলিয়া দেই যে অমুক ধারা বা কর্মপদ্ধতি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদ ও নির্দেশাবলীর পরিপন্থি। তারপর সেইমতে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বধান করা আপনাদের দায়িত্ব।

হুজুর বলেন, যে মাল বা অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে জামাতকে দান করিয়াছেন তাহা হইল সেই 'কওসর'—যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'হওজ'—তাঁহারই পুষ্করিণী, যাহাতে অপবিত্র এক বিন্দুও আসিতে দেওয়া যায় না। যদি আপনারা তাহা করেন, তাহা হইলে আপনারা কুরবানীকারীদের শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবেন না। হুজুর বলেন, দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা জামাত আহমদীয়ার 'মালি নেজাম'কে সকল দিক দিয়া পাক-পবিত্র রাখেন; আমাদের নফসের অশুভ সংমিশ্রণ হইতে যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন। জামাতের একটি শ্রেণী যদি নিজেদের কুরবানীকে মনোপযোগী ও আশানুরূপ পর্যায়ে উপনীত করেন; তাহা হইলে চাঁদার হার বাড়ানো ব্যতিরেকে, আজই আমাদের চাঁদার পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে পারে।

হুজুর বলেন, একথা বর্ণনা করিতে গিয়া আমার মনে একটা ভয়ও হয় কিন্তু উহা এক শুভ ভয়—অর্থাৎ জামাতের একটি শ্রেণী, যাঁহারা 'সাবেকুনাল-আওয়ালুস' (অগ্রবর্তী দল)-এর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রতিটি তাহ্‌রীকের বেলায় আগাইয়া আসেন, এবং ইহাতে মনে করা হয়, সমগ্র জামাত কুরবানী পেশ করিয়াছে। সেইজন্য এখন আমি যে কথাটি বলিতেছি, ঐসকল মুখলেস, যাঁহারা নিয়মিত হারে চাঁদা দিয়া থাকেন, তাহারা আমার এই বক্তব্যের লক্ষীভূত ও সম্বোধিত নহেন। এবং এই কথাটি আমাকে পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে হইতেছে যে, ঐ সকল মুখলেসীন আমার এই বক্তব্যের আওতাভুক্ত নহেন।

হুজুর বলেন, আমাদের জামাতে দুইটি শ্রেণী আছে। এক, যাঁহাদের মালে তাঁহাদের বুজুর্গানের কুরবানীর কারণে বরকত পড়িয়াছে। আর দ্বিতীয়তঃ ঐ শ্রেণী, যাহারা দেশের

বাহিরে যাওয়ার তওফিক ও সুযোগ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আয়ে এত বেশী প্রবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে যে দেশে থাকিয়া যতটুকু তাঁহারা উপার্জন করিতেন উহার সহিত কোন তুলনাই করা যায় না। তাঁহারা কোন কোন সময় চাঁদা এমনভাবে দেন যেমন সদকা-খায়রাত দান করিতেছেন। হুজুর বলেন, ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। আল্লাহ্‌তায়ালার পথে সাফ-সিধা হওয়া জরুরী। এই প্রসঙ্গে নিজের নফসের প্রতি কোনরূপ দয়া দেখান উচিত নয়, বরং নিজের নফসের উপর এতখানি জুলুম করুন যাহাতে উহাকে বিদ্রোহী হইতে না দেন। ইহা বড়ই ভীতিজনক অবস্থা। আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতকে এসকল শঙ্কা হইতে রক্ষা করুন। হুজুর উক্ত বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতিও পাঠ করিয়া শোনান, এবং পরিশেষে বলেন, আল্লাহ্‌ আমাদিগকে তওফিক দিন যেন তাঁহার দৃষ্টিতে আমরা সেই জামাতে শামিল হইতে পারি যে জামাত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তৈয়ার করিতে চাহিয়া ছিলেন।

ইহার পর হুজুর কয়েক মুহূর্তের জন্য বসিবার পর দাঁড়াইয়া আরবী খোৎবা সানীয়া দান কালীন বলেন, কয়েক দিনের মধ্যে আমি সেলসেলার আরও কয়েকজন প্রতিনিধিসহ এক বাবরকত সফরে রওয়ানা হইব। এই সফরকালে অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রহিয়াছে স্পেন মসজিদের উদ্বোধন করাও। হুজুর তাহরীক করিয়া বলেন, এই সফরের কামিয়াবীর জন্য খুব বেশী দোওয়া করুন। হুজুর বলেন, উক্ত সফরে যাওয়ার পূর্বে ইহা হইল আমার শেষ খোৎবা। বন্ধুগণ নিজেদের দোওয়ার মাধ্যমে উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শামিল থাকিবেন। কোন স্থানের ব্যবধান খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব রাখে না।

হুজুর বলেন, আমার অবর্তমানে আপোষে ক্ষমা ও ভ্রাতৃবোধ বাড়াইয়া তুলুন। খোদাতায়ালা সাক্ষী, আমার দেল্‌ রাবওয়ায় আটকা পড়িয়া থাকিবে—মারকাযের জামাতের সহিত হৃদ্যতা ও ভালবাসার যে সম্পর্ক, উহাই এক সতন্ত্র ব্যাপার। সফরকালীন আপনাদের প্রতি আমার চিন্তা থাকিবে। খোদা করুন, এই চিন্তা যেন পেরেশানীতে কখনও পরিবর্তিত না হয়। আমার অনুপস্থিতিতে মহব্বত ও স্নেহ-মমতের মধ্য দিয়া জীবনযাপন করুন এবং কোন প্রকারের অনৈক্য ও মতভেদকে নিজেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না। কথার বা কাজের দ্বারা কাহাকেও কষ্ট দিবেন না। এস্তেগফার খুব বেশী করিয়া করিবেন। মহব্বতকে বিস্তার দিন, ইহারই প্রচার ও প্রসার করুন। আল্লাহ্‌তালালা মহব্বতকারীদিগকেই ভালবাসেন। আরবী খোৎবা সম্পূর্ণ করিবার পর হুজুর বলেন: আস-সালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ।'

ইহার পর হুজুর নামাজ পড়ান, অতঃপর ১১বার 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' বেরেদ করেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করেন।

(আল-ফজল, ৬ই জুলাই ১৯৮২ইং)

অনুবাদ: **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

স্পেন সম্বন্ধে এক
ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ বাণী

হযরত মুসলেহ মওউদ
খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)-এর

৭ই এপ্রিল ১৯৪৪ ইং প্রদত্ত ঈমান-উদ্দীপক খোৎবা ঃ

"ইসলামের ইতিহাসের যে সকল কথা আমার নিকট অতি প্রিয় বলিয়া বোধ হয় উহাদের মধ্যে একটি হইল স্পেনবাসী এক জেনারেলের কথা, যাহার নাম যথাসম্ভব আবদুল আযিয ছিল। যখন স্পেনে মুসলমানদের শক্তি এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের হাতে একটি মাত্র সর্বশেষ দুর্গ রহিয়া গিয়াছিল, তখন খ্রীষ্টানরা তাহাদের সামনে কতকগুলি শর্ত পেশ করিয়া বলিল, "যদি তোমরা রক্ষা পাইতে চাও, তাহা হইলে এইগুলি মানিয়া লও।' ঐ শর্তগুলি এরূপ ছিল যে সেগুলি মানিয়া লইয়া স্পেনে ইসলাম সসম্মানে টিকিয়া থাকিতে পারিত না। তৎকালীন মুসলিম বাদশাহ ঐ শর্তগুলি মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন, এবং অন্যান্য জেনারেলরাও উহাতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু উক্ত জেনারেল দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "হে ভাই সব! আপনারা কি করিতে চলিয়াছেন? আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে, খ্রীষ্টানরা তাহাদের ওয়াদা পূর্ণ করিবে? আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ স্পেনে ইসলামের বীজবপন করিয়াছিলেন; এখন তোমরা নিজেদের হাতে সেই বৃক্ষকে উচ্ছেদ করিতে চলিয়াছ?" ঐ সকল লোক প্রত্যুত্তরে বলিল, "ইহা ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? মোকাবিলা করার সাফল্যজনক উপায়ই বা কি?" সেই জেনারেল বলিলেন, "শত্রুর মোকাবিলার সাফল্যজনক উপায় কি—এখানে প্রশ্ন এ নহে; ইহা আমাদের চিন্তা করারও প্রয়োজন নাই। আমাদের কর্তব্য আমাদের পালন করা উচিত এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিত মরিয়া যাওয়া, তথাপি ঐ শর্তগুলি স্বীকার না করা। তাহা হইলেই শত্রুকে নিজ হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার লাঞ্ছনার গ্লানি আমাদের ভোগ করিতে হইবে না। সাধ্যমত যাহা কিছু তোমাদের করিবার আছে তাহা করিয়া ফেল, আর বাকি সবকিছু খোদার উপর ছাড়িয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া ঐ লোকগুলি হাসিল এবং বলিল, এই কুরবানীর কী ফায়দা?" আর তাহারা সকলই তাঁহার কথা প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু তিনি বলিলেন, "যদি আপনারা বেগযতিকেই পছন্দ করেন, তবে আপনারা তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আমি আমার নিজ হাতে ইসলামী পতাকা দুশমনের নিকট সমর্পন করিব না।" শত্রুপক্ষের

প্রায় এক লক্ষ সৈন্যদল দুর্গের বাহিরে অবস্থান করিতেছিল। তিনি তরবারি হাতে লইয়া একাকী বাহির হইয়া পড়িলেন। শত্রুর উপর আঘাত হানিলেন এবং লড়িতে লড়িতে শাহাদত বরণ করিলেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাঁহার শাহাদত বরণ করা সত্বেও স্পেনে মুসলিম রাষ্ট্র টিকিয়া থাকিতে পারিল না, কিন্তু তাঁহার নাম চিরকালের জন্য অমর হইয়া থকিল এবং মৃত্যু তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিল না। সেই বাদশাহ্ এবং অন্যান্য জেনারেলগণ যাহারা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করে নাই এবং নিজেদের প্রাণ বাঁচাইতে চাহিয়াছিল, তাহারাই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। তাহাদের ইতিহাস পাঠ করিয়া বা শুনিয়া আমাদের নিজেদের মনকে জোর পূর্বক তাহাদের প্রতি লা'নত পাঠাইতে দমন করিতে হয় কিন্তু যখনই স্পেনের ইতিহাস আমি অধ্যয়ন করিয়াছি বা এই সকল কথা আমার মনে পড়িয়াছে, তখনই সেই জেনারেলের জন্য দোওয়া না করিয়া পারি নাই। তাহার রক্ত-বিন্দু আজও স্পেনের উপত্যকাগুলিতে আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে, "এস, এবং আমার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" সেই মহাবীর জেনারেল যদিও মারা গিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুতে কি যায় আসে? এমনি কি মানুষ মরে না? সেই বাদশাহ্ এবং সেই জেনারেলগণ যাহারা যুদ্ধ করে নাই, তাহারা কি মরে নাই? নিশ্চয় তাহারাও মারা গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের জন্য হৃদয় হইতে লা'নত নির্গত হয়, এবং সেই জেনারেলের জন্য দোওয়া আসে।

আজও তাহার আকর্ষণ আমাদিগকে স্পেনের দিকে টানিতেছে। যদি মুসলমানদের গয়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ কায়েম থাকে—এবং হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা যেমন বুঝা যায় যে উহা কায়েম থাকিবে, বরং উহা উন্নতি লাভ করিবে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিতে প্রকাশিত হইবে—সেই দিন দূরে নয় যখন সেই জেনারেলের রক্ত বিন্দুসমূহের ডাক, অরণ্যে আর্ত্তনাদকারী তাহার আত্মা স্বীয় আকর্ষণী শক্তির প্রকাশনীলা দেখাইবে এবং সত্যকার ও প্রকৃত মুসলমানগণ স্পেনে পৌঁছিবে, এবং সেখানে যাইয়া ইসলামের পতাকা গাড়িবে। তাহার আত্মা আজও আমাদিগকে আহ্বান জানাইতেছে এবং আমাদের আত্মাও চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'হে বিশ্বস্ত শহীদ! তুমি একা নহ, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বীনের সত্যিকার খাদিম ও সেবকগণ অপেক্ষমান রহিয়াছে। খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে যখন আওয়াজ আসিবে, তখন তাহারা পতঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া সেই দেশে প্রবেশ করিবে এবং আল্লাহ্তায়ালার নূরকে সেখানে বিস্তার দান করিবে। .....সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার নিকট যদি এরূপই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্পেনের অধিবাসীরা আমাদের তবলীগ ও তা'লীম, আমাদের শিক্ষা বিস্তার ও প্রচারের দ্বারা কুফর ও শেরক পরিত্যাগ করিবে, অথবা আমাদের উপর তাহারা এত অত্যাচার করিবে যে, আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে মোকাবিলার অনুমতি আসিয়া যাইবে, এবং যাহারা কান ধরিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, তাহারা নিজেদের কান ধরিয়া হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাজার শরীফে হাজির হইবে এবং নিবেদন জানাইবে যে "এই যে হুজুরের গোলামগণ হুজুরে হাজির।" এবং সেই একাকী যুদ্ধকারীর আত্মা বিফল মনোরথ হইবে না।"

('আল-ফজল ৬ই মে ১৯৪৪ পৃঃ ৪, তারিখে আহমদীয়ত, দশম খণ্ড পৃঃ ১৭৩-১৭৪)

অনুবাদঃ **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

আর মাত্র নয় দিন পর

স্পেনে সদ্য নির্মিত 'মসজিদ-এ-বাশারত'-এর ঐতিহাসিক উদ্বোধন

আর মাত্র নয় দিন বাকী আছে! ইসলামের ইতিহাসে এক অতি সুন্দর, অতি গৌরব মণ্ডিত ও কল্যাণময় নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইতে চলিয়াছে! আহমদীয়া জামাতের সকলের হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ হইতে নয় দিন পরেই—১০ই সেপ্টেম্বর—স্পেনের ঐতিহাসিক কর্ডোভা নগরীর অনতিদূরে—মেডরেডগামী রাজপথের পার্শ্বে সুচ্চ একাধিক মনোরম মিনার বিশিষ্ট সুরম্য 'মসজদ-এ-বাশারত'-এর উদ্বোধন করিবেন ৪র্থ খলিফাতুল মসীহ সৈয়াদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এই বরকতময় ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ঐ অপূর্ব আনন্দপূর্ণ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন সম্পন্ন হইয়া চলিয়াছে। জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার দোওয়ায় একাগ্রচিত্ততা বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহারা সেখানে পৌঁছাইতে পারিবেন না তাহারাও যত দূরেই থাকুন না কেন পবিত্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ঐ সময়টিতে বা সর্বক্ষণ দোওয়ায় ব্যাপৃত থাকিয়া উহাতে শামিল হইবেন। ইনশাআল্লাহ্।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হইল জগতের প্রান্ত প্রান্ত ব্যাপী দ্বীনে-ইসলামের

প্রচার ও প্রসার সাধন করা এবং এমন একটি অঞ্চল বা দেশেও যে দেশকে ইসলাম এককালে একাধিকক্রমে আট শত বৎসর ব্যাপী পূর্ণ আলোকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, অন্ধকার যুরের ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার আলো বিতরণ করিয়াছিল—ইসলামের শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক সেই স্পেন দেশে চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলামের সেই আলোকজ্জ্বল গৌরব সহসা নিভিয়া যায়। আজ হইতে প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বে সেখানে ইসলামের সকল গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইসলামের সেই হৃত গৌরব ফিরিয়া পাওয়ার অপেক্ষায় এই দীর্ঘকাল ব্যাপী মুসলিম হৃদয় বেদনা-কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

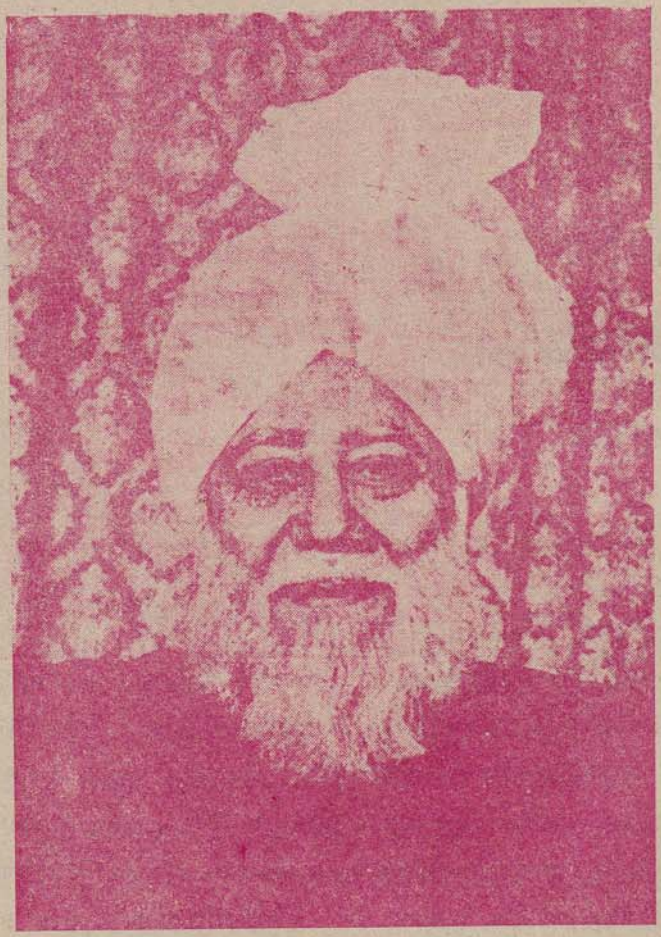

হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ (রাঃ) হিঃ চৌদ্দ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে
(৯ই অক্টোবর ১৯৮০ ইং) স্পেনে 'ইসলামের পুনরুজ্জীবনে'র উজ্জল
প্রতীক 'মসজিদে বাশারত'-এর ভিত্তি স্থাপনকারী পবিত্র মহাপুরুষ।

সেই বেদনা ও উৎকণ্ঠার চরম ও পরম প্রকাশ ঘটে জামাতে আহমদীয়ার 'উলুল আযাম' (মহা সংকল্প পরায়ণ) ২য় খলিফা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর পবিত্র অন্তরে। তিনি

১৯৪৪ সনে স্পেনকে ইসলামের আলোকে পুণরায় আলোকিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং জগতকে তেজদীপ্ত কণ্ঠে উহার শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার সেই ঐতিহাসিক পবিত্র ভাষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদনুযায়ী ১৯৪৫ সনে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগ পাওয়া মাত্র সেখানে মোবাল্লেগ পাঠাইয়া ইসলামের মিশন স্থাপন করেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) তখন ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ

"স্পেন হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণে আমরা কি উহাকে ভুলিয়া গিয়াছি? নিশ্চয় আমরা উহাকে ভুলি নাই। আমরা স্পেনকে নিশ্চয় পুনরায় উদ্ধার করিব। আমাদের তলোয়ার যেখানে গিয়া নিস্তেজ ও অচল হইয়া পড়িয়াছিল এখন সেখানে আমাদের প্রচারের আক্রমণ শুরু হইবে এবং ইসলামের প্রেমপূর্ণ নীতি ও আদর্শ পেশ করিয়া আমরা আমাদের ভ্রাতাদিগকে পুনরায় আমাদের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত করিব।"

১৯৪৫ হইতে এপর্যন্ত ইসলাম প্রচারের এই ইতিহাস বহু বাধা-বিঘ্ন, ব্যাথা-বেদনা, পরম সহিষ্ণুতা ও ঐশী সাহায্য এবং নিদর্শনাবলীর এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভবও নয় এবং উদ্দেশ্যও নয়। এপ্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে আমাদের প্রিয় ও মহান ইমাম ৩য় খলিফাতুল মসীহ হযরত ফাতেহ্-উদ্দীন হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (রাঃ)-কে স্মরণ করিতেছি, যিনি স্পেনে প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পর এই সর্বপ্রথম মসজিদটির উদ্যোক্তা ও স্থাপয়িতা, ইহার আসন্ন শুভ উদ্বোধনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান তাঁহারই বিনিদ্র ও উচ্ছ্বাসিত দোওয়া ও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রাপ্ত সান্ত্বনাদায়ক সুসংবাদের বাস্তব সুফল। ১৯৭০ সনে তাঁহার ইউরোপ সফরকালীন স্পেনে তাঁহার ব্যাকুল মনের উচ্ছ্বাসিত দোওয়ার ফলশ্রুতিতে ঐশী সুসংবাদ প্রাপ্তির দশ বৎসর পর তাঁহার স্বর্গীয় বিজ্ঞোচিত নেতৃত্ব ও উদ্যোগে উপযুক্ত জমি ক্রয় করিয়া ১৯৮০ সনে তাঁহার খেলাফত কালের সপ্তম ও সর্বশেষ বিশ্ব সফর কালীন ঐতিহাসিক মসজিদটির নিজ হাতে ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রায় এক বৎসরের মধ্যে উহার নির্মাণকার্য সুসম্পন্ন হয়। আসন্ন ১০ই সেপ্টেম্বর ইহার পবিত্র উদ্বোধনে তাঁহার সকরুণ দোওয়া সমূহের কবুলিয়তের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটিতে চলিয়াছে। কেবল পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী আহমদীগণই নয় বরং স্বর্গে বসবাসকারী ঐ পবিত্র আত্মার স্নেহভরা দৃষ্টিও কর্ডোভার নিকটবর্তী পেড্রোয়াবাদের উপরে নিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিনীত দোওয়া এই যে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) ও হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)—আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার এই প্রিয় ও মাহবুব বান্দাদের উপর অগণিত ফজল ও রহমত বর্ষণ করুন, সর্বক্ষণ তাঁহাদের দর্জা সমুন্নত করিতে থাকুন এবং সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক উক্ত মসজিদ উদ্বোধনকে সর্বতোভাবে সফল, সার্থক ও কল্যাণ মণ্ডিত করুন, আমাদের সকলের দোওয়া কবুল করিয়া তারেকের দেশকে পুনরায় ইসলামের আলোকে আলোকিত করিয়া তুলুন, আমীন।

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বিদেশ সফর কর্মসূচী অনুযায়ী এপর্যন্ত নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও পঃ জার্মানী সফর সুসম্পন্ন

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) নয়টি ইউরোপীয় দেশে ইসলামের প্রচার ও জামাত সমূহের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে ৩০ ও ৩১শে জুলাই করাচী হইতে বিমান যোগে রওয়ানা হইয়া ১লা আগষ্ট ১৯৮২ইং আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে কাফেলা সহ মঙ্গলমত নরওয়ের রাজধানী ওশ্লো পৌছান। এবং সাত দিনের নরওয়ে সফরের ব্যাপক কর্মসূচী সম্পন্ন করিয়া সুইডেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

অশ্লো বিমান বন্দরে জামাতের বন্ধুগণ হুজুরকে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং নিজেদের মধ্যে খলিফা-এ-ওয়াক্তকে পাইয়া সমগ্র জামাত অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেন। ৫ই আগষ্ট বৃহাস্পতিবার দিনের বেলা সোয়া এগারোটায় তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দান করেন এবং ইসলাম সম্বন্ধে সাংবাদিক প্রতিনিধিগণের বহু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এই প্রেস কনফারেন্স দেড় ঘন্টা ব্যাপী স্থায়ী থাকে।

একই দিন সন্ধ্যায় সাড়ে তিনটায় হুজুর (আইঃ)-এর সম্মানে নরওয়ের আহমদীয়া মুসলিম মিশনের পক্ষ হইতে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। উহাতে ওশ্লো নগরীর মেয়র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট গণ্য-মান্য নাগরিক যোগদান করেন। হুজুর (আইঃ) উপস্থিত সকলের সহিত আলাপ-আলোচনাও করেন এবং ঐ অনুষ্ঠানের পরে কিছু সংখ্যক নরোজিয়েন লোকের সহিত পৃথকভাবেও ধর্মীয় আলোচনা করেন। পরবর্তী দিন জুমার নামাজ হুজুর (আইঃ) 'মসজিদে নূর'-এ (জামাত আহমদীয়া কর্তৃক তৃতীয় খেলাফতকালে নির্মিত) পড়ান এবং খোৎবা ইরশাদ করেন। জুমার পর নরওয়ে জামাত আহমদীয়ার মজলিসে-শোরার অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তিন ঘন্টা স্থায়ী এই অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ দীনি ও তরবিয়তী বিশয়াবলী বিবেচনা করা হয়। জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ব্যতীত নরওয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক আত্ম-সচেতন ও আগ্রহী ব্যক্তি হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আত্মিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করেন। ৮ই আগষ্ট হুজুর কাফেলা সহ সুইডেন রওয়ানা হন।

(আল-ফজল ১০ই আগষ্ট ৮২ইং)

২৮শে আগষ্ট জিউরিচ হইতে কাফেলার সদস্য মোহতারম মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেবের (সদর কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া) সহিত ফোন যোগে জানা যায় যে নরওয়ের পর সুইডেন, ডেনমার্ক ও পঃ জার্মানীর সফরও আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অনুরূপভাবে সাফল্য-জনকভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ফ্রাঙ্কফোর্টে এক ব্যক্তি হুজুরের হাতে বয়েত করিয়া জামাতে দাখিল হন। প্রত্যেকটি দেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বেতার-কেন্দ্র হইতে হুজুরের সফর সম্পর্কীয় বিভিন্ন সংবাদ প্রচারিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপের আরো ৫টি দেশে হুজুর সফর করিবেন এবং স্পেনের মসজিদ ব্যতীত আর একটি দেশে একটি মসজিদেরও উদ্বোধন করিবেন। হুজুরের স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ভাল। আল-হামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী সকাতরে দোওয়া জারী রাখিবেন, যেন আল্লাহ্‌তায়ালা হুজুরের এই সফরকে গালাবা-এ-ইসলামের লক্ষ্যে সর্বতোভাবে কামিয়াব ও বরকত পূর্ণ করেন এবং পদে পদে স্বর্গীয় সাহায্য অবতীর্ণ করেন। আমীন।

সংকলন :—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**

মৌলানা মহিবুল্লাহ প্রাক্তন সদর মুরুব্বীর ইন্তেকালে

কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার

সমবেদনা প্রস্তাব

এই সংবাদ শুনিয়া আমরা দুঃখীত ও মর্মাহত হইলাম যে, আমাদের ভ্রাতা মোকাররম মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেব, সদর, কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া-এর পিতা মোহতারম মৌঃ আবুল খাইর মোঃ মহিবুল্লাহ সাহেব ১০ই আগষ্ট ১৯৮২ইং বাংলাদেশে ইন্তেকাল করিয়াছেন। "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন।" মুকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেব তখন হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর সহিত সেই ঐতিহাসিক বিদেশ সফরে সহগামী রহিয়াছেন, যে সফরকালীন হুজুর স্পেনে 'মসজিদে বাশারত'-এরও উদ্বোধন করিতে যাইতেছেন। তাঁহার পিতার সহসা ইন্তেকালের সংবাদ তিনি সুইডেনে প্রাপ্ত হন। সেদিক দিয়া বিশেষতঃ এই মর্মন্তুদ মৃত্যু-ঘটনা তাঁহার জন্য অধিকতর দুঃখজনক ও কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা—'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন' এবং 'রাযিনা বিল্লাহে রাব্বান' সম্বলিত সবক কিরূপে বিস্মৃত হইতে পারি? মৌলভী সাহেব (মরহুম) বাংলাদেশে সিলসিলা আহমদীয়ার মোবাল্লেগ ছিলেন; সৌভাগ্যবান সেই পিতা যিনি জেহাদের ময়দানে দ্বীনি খেদমত পালন করিয়া আপন মৌলার নিকট হাজির হইলেন, এবং সৌভাগ্যবান সেই পুত্র যিনি খেলাফতের খাদিম হইয়া যুগ-খলিফার সহিত সহগামী রহিয়াছেন এবং মাতৃভূমি হইতে সহস্র সহস্র মাইল দূরে আর এক জেহাদের ময়দানে এই মর্মন্তুদ সংবাদ শোনেন এবং সবর করেন এবং আল্লাহতায়ালার রহমত ও বরকতের ওয়ারিশ হন।

মোহতারম মৌলভী সাহেব (মরহুম) মার্চ ১৯২০ সনে পূর্ব বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চরদুখিয়া, চাঁদপুর সাভডিভিশন, কুমিল্লা জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা মৌলভী খাজা আবদুল মান্নান সাহেবও একজন আলেম ব্যক্তি ছিলেন। এতদঞ্চলের লোক তাঁহার খান্দানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিত এবং তা'বিজ ইত্যাদিও তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকিত। মৌলভী সাহেব (মরহুম) 'ফাজিল' পরীক্ষা বাংলাদেশে পাশ করেন। তিনি 'জামেয়া আযদিবা' হইতে শিক্ষা সম্পন্ন করেন। সেখানে 'দরসে নিযামীর নেসাব' ব্যতীত 'সেহাহে-সেত্তা' ইত্যাদিও পাঠ্য হিসাবে পাঠ করেন।

তারপর তিনি শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন এবং জিলাময় মনসিংহে চিনাডোলী আলিয়া মাদ্রাসায় 'সদর মুদাররেস' হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

মে ১৯৪৩ সনে তিনি সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হইয়া খেলাফতে-সানিয়ার বয়েত গ্রহণের কল্যাণে ভূষিত হন। তিনি কাদিয়ানে যান এবং জীবন 'ওকফ' করেন —কাদিয়ানে

থাকাকালীন তাঁহার প্রথম স্ত্রী পূর্ব বঙ্গেই ছিলেন, হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর পরামর্শ-ক্রমে (আমেরিকার মোবাল্লেগ মোহতারম সূফী মতিউর রহমান সাহেবের ভ্রাতা) মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, মোবাল্লেগ বাংলাদেশ-এর কন্যার সহিত (যিনি রাওয়ালপিণ্ডি জামাত আহমদীয়ার আমীর জনাব মজিবুর রহমান সাহেবের ভগ্নী) মরহুমের বিবাহ হয়। ১লা অক্টোবর ১৯৪৫ইং সেলসেলার মোবাল্লেগ হিসাবে তিনি নিযুক্ত হন।

দেশ বিভাগের পর কাদিয়ান হইতে তিনি বাংলাদেশে যান। সেখানে তিনি অত্যন্ত মেহনত ও হিম্মতের সহিত অত্যন্ত প্রতিকুল অবস্থাবলীর মধ্য দিয়াও তবলীগি দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দোওয়ায় আত্মমগ্ন, অভিজ্ঞ আলেম এবং দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সদা হাসি-মুখ, সরলমনা, স্বল্পভাষী, পরিশ্রমী, অমায়িক এবং নেক-স্বভাবের ছিলেন তিনি এবং নিজ এলাকায় আহমদীয়তের অন্যতম নমুনা ছিলেন। আল্লাহ্‌র উপর বড়ই তওক্কলকারী ছিলেন। তাঁহার তওয়াক্কলের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁহার তিন স্ত্রী ছিলেন কিন্তু কঠিন হইতে কঠিনতর অবস্থাতেও এবং পরিবার ও সন্তানদের সংখ্যাধিক্যের গুরুভার সত্বেও জীবিকার চিন্তা কোন দিন করেন নাই। সর্বদা খোদাতায়ালার সত্তায় ভরসা রাখিয়াছেন। আর তাঁহার সহিত খোদাতায়ালার ব্যবহারও তাঁহার সেই নেক ধারনা অনুযায়ী হইত। সত্যিকার ভাবেই তিনি তাঁহার নামের প্রতীক ছিলেন অর্থাৎ নেকী ও সদগুণাবলীর আকর এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত ভালবাসা পোষণকারী।

আহমদীয়ত গ্রহণ করার পূর্বে লোকজন তাঁহার নিকট হইতে তাবিয ইত্যাদি লইত, এবং আহমদীয়ত গ্রহণের পরও মানুষ তাঁহার সহিত অত্যন্ত সমাদর ও ভক্তি সুলভ ব্যবহার করিত এবং তাঁহার বুজুর্গীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিত। মরহুম মৌলবী সাহেবের খলুসে-নিয়ত এবং কুরবানীর দৃষ্টান্ত ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে যে তাঁহার জ্যাষ্ঠ পুত্র মোকাররম মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেবকে তিনি 'ওক্‌ফ' করেন। তাঁহার আন্তরিকতা ও দোওয়ার সুফল আল্লাহ্‌-তায়ালা এই দান করিলেন যে, এই কুরবানীকে কবুল করিয়া মোকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেবকে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি খেদমত পালনের সৌভাগ্যে ভুষিত করিতেছেন। 'ফা আলহামদু লিল্লাহ আলা যালেকা।'

তিনি দুই স্ত্রী ও চার কন্যা এবং মোকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেব ব্যতীত দুই পুত্র রাখিয়া যান। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের সকলকে 'সবরে জামীল' (উত্তমরূপে ধৈর্য ধারনের সামর্থ্য) দান করুন (আমীন) এবং মোকাররম মৌলবী সাহেব (মরহুম ও মগফুর)-কে 'আ'লা ইল্লিয়ীন'-এ উচ্চ দর্জা ও মর্তবা দান করুন। (আমীন)। ওয়াস-সালাম,

আমরা হইলাম—কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া-এর সদস্য বৃন্দ।

তাং ১৫ | ৮ | ৮২ইং (রাবওয়া)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশের সকল খোদ্দাম ও আতফালের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, আসন্ন তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা উপলক্ষে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু :

ক) খোদ্দামের জন্য :—"শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা"

খ) আতফালের জন্য :—"হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর তালিমী পরিকল্পনা"

প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সর্বাধিক ১০০০ (এক হাজার) শব্দের মধ্যে হইতে হইবে। প্রবন্ধ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর '৮২ এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাইতে হইবে। প্রবন্ধকার অবশ্য নিজ শিক্ষাগত যোগ্যতা | শ্রেণী উল্লেখ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, আগামী ২২শে অক্টোবর হইতে ২৮শে অক্টোবর' ৮২ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী তরবিয়তী ক্লাশ এবং ২৯, ৩০ ও ৩১শে অক্টোবর ৩দিন ব্যাপী ১১তম বার্ষিক ইজতেমা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে, ইনশাআল্লাহ্।

উভয় অনুষ্ঠানের কামিয়াবীর জন্য জামাতের সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ আবদুল জলিল
মোতামাদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১১

চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহ্তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে এবং বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনুমোদনক্রমে আগামী ১৮ ও ১৯শে সেপ্টেম্বর' ৮২ দুই দিন ব্যাপী চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাল্লাহ।

উক্ত ইজতেমায় চট্টগ্রামের সকল খোদ্দাম ও আতফালকে এবং ফাজিলপুর ও কক্সবাজার মজলিসকে অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইজতেমার সর্বাংগীন কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

খাকছার

শহিদুল ইসলাম
কায়েদ, চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

নিখোঁজ সংবাদ

মোঃ সোলায়মান মিয়া (৩০) পিতা মোঃ আবদুস সহিদ মিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় গত ১৪ই আগষ্ট ৮২ইং তারিখে বাড়ী হইতে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পড়নে ছিল একটি চেক লুঙ্গি ও গায়ে হালকা সবুজ বর্ণের হাওয়াই সার্ট, গায়ের রং শ্যামলা। কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত লোকের সন্ধান দিতে পারিলে তাহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করা হইবে।

ঢাকার ঠিকানা :
শহিদুর রহমান
সহ পরিচালক (প্রশাসন)
৩০২নং মুগদা পাড়া
পি, ডি, বি, অফিসার্স কোয়ার্টার
ঢাকা অফিস ফোন নং ৩১৬৩৮২

বাড়ীর ঠিকানা :
মোঃ আবদুল সহিদ মিয়া
গ্রাম : ছোট লাদিয়া
পোঃ য়াজার বাজার
থানা :—চুনারু ঘাট
জিলা—সিলেট

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar